থ্রিজির দাম

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ভারত শ্রীলঙ্কা

এম. মিজানুর রহমান সোহেল

বহু প্রতীক্ষার পর গত ৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় থ্রিজি নিলাম। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর এ থ্রিজি নিলাম মানুষের মনে কিছুটা হলেও আশা সৃষ্টি করে। কিন্তু অপারেটরগুলো যখন থ্রিজি প্যাকেজ অনুমোদন পেল, তখন থেকেই সাধারণ মানুষ দাম নিয়ে অসন্তুষ্ট। সোশ্যাল মিডিয়ার স্ট্যাটাস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এক সময় টেলিটকের থ্রিজি প্যাকেজের দাম নিয়ে ক্ষোভ থাকলেও অনেকেই ওই টেলিটকেই ফিরে যেতে চান। আবার অনেকে বিটিআরসির অনুমোদিত থ্রিজির দাম ও অপারেটরদের থ্রিজির দাম নিয়েও সন্দিহান। কেউবা ভারত বা শ্রীলঙ্কার থ্রিজি প্যাকেজের দামের সাথে বাংলাদেশের থ্রিজির দামের তুলনা করে দেখিয়েছেন। নিচে বিটিআরসির অনুমোদিত থ্রিজি প্যাকেজের দামের তালিকা, ভারতের রিলায়েন্স ও এয়ারটেল এবং শ্রীলঙ্কার এটিসালাত ও হাচের থ্রিজির দামের তালিকা দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিটিআরসি ও অপারেটরদের থ্রিজি প্যাকেজের শর্তাবলীও সংযুক্ত করা হয়েছে।

গ্রামীণফোনের থ্রিজি প্যাকেজ ট্যারিফ : গ্রামীণফোন থ্রিজি ডাটা প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে হেভি ইউসেজ প্যাক, মেয়াদ ৩০ দিন। ৫১২ কেবিপিএস স্পিড প্যাকেজের দাম ৯৫০ টাকা। ১ এমবিপিএস স্পিডের দাম ১২৫০ টাকা। স্মার্ট প্যাক, মেয়াদ ৩০ দিন। ৫১২ কেবিপিএস স্পিড প্যাকেজের দাম ৮০০ টাকা। ১ এমবিপিএস স্পিডের দাম ১১০০ টাকা। স্ট্যান্ডার্ড প্যাক, মেয়াদ ৩০ দিন। ২ জিবি ৫১২ কেবিপিএস স্পিড প্যাকেজের দাম ৪০০ টাকা। ২ জিবি ১ কেবিপিএস স্পিডের দাম ৭০০ টাকা। এ প্যাকেজগুলোতে ১৫ শতাংশ ভ্যাট ও অটোরিনিউয়াল প্রযোজ্য। এছাড়া ফ্ল্যাট ভিডিও কলরেট ১.২ টাকা/মিনিট (১০ সেকেন্ড পালস)।

গ্রামীণফোন থ্রিজি প্যাকেজের শর্তগুলো : পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত উপরে উল্লিখিত দাম প্রযোজ্য হবে। প্যাকেজে উপরে উল্লিখিত স্পিড দিয়ে প্যাকেজটির সর্বোচ্চ স্পিড বোঝানো হয়েছে। প্রাপ্ত স্পিড নির্ভর করবে আপনার ডিভাইসের ক্যাপাসিটি ও অবস্থান ইত্যাদির ওপর। ওয়্যারলেস টেকনোলজির জন্য থ্রিজিতে ডেডিকেটেড স্পিড দেয়া সম্ভব নয়। ভলিউমভিত্তিক প্যাকে বেশি ব্যবহারে ০.০১ টাকা/১০ কিলোবাইট চার্জ প্রযোজ্য হবে। হেভি ইউসেজ প্যাকে (৮ জিবির পর) এবং স্মার্ট প্যাকে (১.৫ জিবির পর) ফেয়ার ইউসেজ পলিসি প্রযোজ্য হবে। অবশিষ্ট ভলিউম জানতে *৫০০*৬০# ও ব্যবহৃত ভলিউম জানতে *৫০০*৬১# ডায়াল করুন। থ্রিজি ভিডিও কল করতে হলে হ্যান্ডসেটের সামনে ক্যামেরা এবং সেটে ভিডিও কল করার সুবিধা থাকতে হবে। ভিডিও কলে থ্রিজি নেটওয়ার্কের ডাটা চ্যানেল ব্যবহার হয় না। অটোরিনিউয়াল বন্ধ করতে অফ লিখে পাঠিয়ে দিন ৫০০০ নম্বরে। ভিডিও কলের জন্য শুধু ভিডিও কল রেট ও ভ্যাট প্রযোজ্য। শুধু থ্রিজি কাভারেজভুক্ত এলাকার জন্য প্রযোজ্য। ১৫ শতাংশ ভ্যাট ও অটোরিনিউয়াল প্রযোজ্য।

এছাড়া নিচের ট্যারিফগুলো প্রমোশন শেষ হলে প্রযোজ্য হবে। হেভি ইউসেজ প্যাক, মেয়াদ ৩০ দিন। ৫১২ কেবিপিএস স্পিড প্যাকেজের দাম ১০৫০ টাকা। ১ কেবিপিএস স্পিডের দাম ১৪০০ টাকা। স্মার্ট প্যাক, মেয়াদ ৩০ দিন। ৫১২ কেবিপিএস স্পিড প্যাকেজের দাম ৮৫০ টাকা। ১ এমবিপিএস স্পিডের দাম ১১০০ টাকা। স্ট্যান্ডার্ড প্যাক, মেয়াদ ৩০ দিন। ৫১২ কেবিপিএস স্পিড প্যাকেজের দাম ৪৫০ টাকা। ১ এমবিপিএস স্পিডের দাম ৮০০ টাকা। সাথে ১৫ শতাংশ ভ্যাট ও অটোরিনিউয়াল প্রযোজ্য। আরও জানতে ভিজিট করুন grameenphone.com/bn/whats-new/introducing-3g-packages ও grameenphone. com/bn/products-and-services/gp-3g/3g-packages ঠিকানায়।

বাংলালিংকের থ্রিজি প্যাকেজ ট্যারিফ : বাংলালিংক থ্রিজি প্রমোশনাল অফার। সুপার ব্রাউজার প্যাকেজে ৩৫০এমবি ডাটার দাম ২০০ টাকা, মেয়াদ ১০ দিন। স্মার্ট সারফার প্যাকেজে ▸

থ্রিজি প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে ইন্টারনেট সেবা ছড়িয়ে পড়বে

সুনীল কান্তি বোস, চেয়ারম্যান, বিটিআরসি

তৃতীয় প্রজন্মের বহু প্রত্যাশিত এ সেবা সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য আমরা থ্রিজি সেবার অনুমোদন দিয়েছি। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি ইন্টারনেট। বর্তমান সরকারের একটি বড় প্রতিশ্রুতি ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া। ডিজিটাল বাংলাদেশে থ্রিজি অগ্রগতি হিসেবে কাজ করবে। থ্রিজি চালু হলে দেশে ইন্টারনেটে ডাটা কমিউনিকেশনের প্রতিবন্ধকতা আর থাকবে না। দেশের প্রযুক্তি ও টেলিকম জগতে একটি বড় পরিবর্তন আসবে বলে আশা করি। সফলভাবে থ্রিজি প্রযুক্তি চালুর জন্য বাংলাদেশ বিশ্বে পরিচিত হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম উপাদান এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের মূল চালিকাশক্তি টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ, রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট যত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, থ্রিজি তার মধ্যে অন্যতম। থ্রিজি চালু হলে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে। এতে গ্রাহক সহজেই ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-শিক্ষা, ই-স্বাস্থ্য, ই-গভর্ন্যান্স ও টেলিসম্মেলনের মতো পরিসেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

এক সময় বিশেষজ্ঞদের সব আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত করে গ্রামে গ্রামে মোবাইল ফোন ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি গ্রামে গ্রামে মোবাইল ইন্টারনেট সেবাও বিপুলভাবে ছড়িয়ে পড়বে থ্রিজি প্রযুক্তির মাধ্যমে। দেশে সফলভাবে থ্রিজি সেবা সম্প্রসারণের পর ফোরজি চালু হলে আরও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা পাবে বাংলাদেশ।

১ জিবি ডাটার দাম ৩৫০ টাকা, মেয়াদ ৩০ দিন। ডাউনলোডার প্যাকেজে ৩ জিবি ডাটার দাম ৭৫০ টাকা, মেয়াদ ৩০ দিন। প্লেয়ার প্যাকেজে ৫০ এমবি ডাটার দাম ৩০ টাকা, মেয়াদ ৫ দিন। ব্রাউজার প্যাকেজে ২০০ এমবি ডাটার দাম ১০০ টাকা, মেয়াদ ৭ দিন। সুপার ব্রাউজার প্যাকেজে ৩৫০ এমবি ডাটার দাম ২০০ টাকা, মেয়াদ ১০ দিন। সারফার প্যাকেজে ৫০০ এমবি ডাটার দাম ২৫০ টাকা, মেয়াদ ১৫ দিন। স্মার্ট সারফার প্যাকেজে ১ জিবি ডাটার দাম ৩৫০ টাকা, মেয়াদ ৩০ দিন। এক্সট্রিম সারফার প্যাকেজে ২ জিবি ডাটার দাম ৫৫০ টাকা, মেয়াদ ৩০ দিন। ডাউনলোডার প্যাকেজে ৩ জিবি ডাটার দাম ৭৫০ টাকা, মেয়াদ ৩০ দিন। ক্রেজি ডাউনলোডার প্যাকেজে ৫ জিবি ডাটার দাম ৯৫০ টাকা, মেয়াদ ৩০ দিন। মেগা ডাউনলোডার প্যাকেজে ১০ জিবি ডাটার দাম ১৬০০ টাকা, মেয়াদ ৩০ দিন।

বাংলালিংক থ্রিজি প্যাকেজের শর্তগুলো : সব ট্যারিফ প্রমোশনাল অফার হিসেবে প্রযোজ্য হবে। থ্রিজি প্যাকেজের ব্যাল্যান্স চেক করতে *২২২*৩# ডায়াল করতে হবে। পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত এ অফার চলবে। গ্রাহকেরা ১ এমবি পর্যন্ত স্পিড পাবে উল্লিখিত প্যাকেজগুলোর। প্রাপ্ত স্পিড নির্ভর করবে আপনার ডিভাইসের ক্যাপাসিটি ও অবস্থান ইত্যাদির ওপর। গ্রাহকের ডাটা শেষ হয়ে গেলে প্যাকেজ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত ০.০১/১০ কেবি দামে থ্রিজি সেবা নিতে পারবে। ডাটা প্যাক স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিচার্জ হবে। স্বয়ংক্রিয়তা বন্ধ করতে হলে *৫০০০*৬# ডায়াল করতে হবে। থ্রিজি স্পিড পেতে হলে গ্রাহককে থ্রিজি কাভারেজ এলাকাতে থাকতে হবে। সব প্যাকেজে ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য। বিস্তারিত জানতে ৭৭৬৬৬ (ফ্রি) ডায়াল করতে হবে। আরও জানতে ভিজিট করুন http://banglalink.com.bd/en/3g/package_&_devices/package_details ও http://banglalink.com.bd/bn/3g/package_&_devices/package_details ঠিকানায়।

রবির থ্রিজি প্যাকেজ ট্যারিফ : বাণিজ্যিকভাবে থ্রিজি সেবা চালুর পর আগের টুজি প্যাকেজকেই নতুন করে সাজিয়েছে রবি আজিয়েটা। তিনটি আলাদা প্যাকেজে বিভক্ত সর্বনিম্ন ১ জিবি ডাটা প্যাকের দাম ২৭৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩ জিবির দাম ৪৫০ ও ৫ জিবির দাম ৬৫০ টাকা। অপারেটরটি নিজেদের থ্রিজি সেবার গতি ৩.৫জি। রবির ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, যদি ৩.৫জি সেবায় নিবন্ধিত গ্রাহক টুজি প্যাক কেনে থ্রিজি নেটওয়ার্কে কানেক্ট করে সংশ্লিষ্ট টুজি ডাটা প্যাক ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু তার কানেকশনের গতি হবে টুজির সমান। আরও জানতে ভিজিট করুন http://www.robi.com.bd/en/3.5G/3.5G-packages ঠিকানায়।

বাংলাদেশে থ্রিজি প্যাকেজ অনুমোদনের শর্ত

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা বিটিআরসি দেশের মোবাইল অপারেটরদের সব নীতি নির্ধারণ করে দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় থ্রিজি প্যাকেজ অনুমোদন দিয়েছে বিটিআরসি। এ সময় প্রত্যেক অপারেটরের জন্য ২০টি শর্ত দেয়া হয়েছে :

০১. এ অনুমোদনে বর্ণিত চার্জ সর্বোচ্চ বলে পরিগণিত হবে।

০২. এ সার্ভিস থেকে মোট আয়ের ৫.৫ শতাংশ রাজস্ব ও ১ শতাংশ এসওএফ হিসেবে কমিশনে রাজস্ব জমা দিতে হবে।

০৩. ভবিষ্যতে কোনো চার্জ নির্ধারণ বা প্রবর্তন করা হলে কমিশনের অনুমোদনে তা করতে হবে।

০৪. ভিন্ন কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবাদান চুক্তি থাকলে ওই চুক্তিপত্রের অনুলিপি অত্র কমিশনে দাখিল করতে হবে।

০৫. বাণিজ্যিকভাবে সার্ভিস চালু করার আগেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ট্যারিফ প্রকাশ করতে হবে।

০৬. অনুমোদিত ট্যারিফ ও ভ্যালিডিটি সব বিজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট তথ্যসহ প্রকাশ করতে হবে।

০৭. সার্ভিস সাবস্ক্রিপশনের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর, ভ্যালিডিটি ও অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করতে হবে।

০৮. সার্ভিস অনুমোদন পাওয়ার দিন থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে পরবর্তী এক বছরের জন্য অনুমোদন দেয়া হলো। অনুমোদনের সময়সীমা এক বছর অতিক্রম করার আগেই সার্ভিসের সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করতে হবে।

০৯. সার্ভিস ব্যবহারের ক্ষেত্রে Opt-out করতে চাইলে তাকে ব্যালেন্স/রিসোর্সসহ রেগুলার প্রিপেইড/পোস্টপেইড গ্রাহক হিসেবে গণ্য করতে হবে।

১০. যেকোনো প্যাকেজের ক্ষেত্রে ট্রেডমার্ক/ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব নাম/লোগো ছাড়া (বিশেষ করে ট্রেডমার্ক লোগো/নাম/ব্র্যান্ডিং ইত্যাদি) অন্য কোনো কিছু ব্যবহারের জন্য কমিশনের অনুমোদন নিতে হবে।

১১. ভলিউম লিমিট সার্ভিসের ক্ষেত্রে ফেয়ার ইউজিং পলিসি প্রযোজ্য হবে।

১২. ব্যবহারকারীর ভলিউম লিমিট ৫০ শতাংশ, ৮০ শতাংশ ও ১০০ শতাংশ পার হয়ে গেলে অপারেটরের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে নোটিফিকেশনের (ই-মেইল/এসএমএস) ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৩. ব্যবহারকারীর ভলিউম লিমিট কতটুকু ব্যবহার হয়েছে তা ওয়েবসাইট বা এসএমএসের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৪. ইন্টারনেট সেবা প্যাকেজগুলোর মধ্যে ভলিউম ব্যান্ডেল প্যাকেজগুলোর ক্ষেত্রে ভলিউম লিমিটের অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্য ট্যারিফ রেট প্রতি ১০ কেবির জন্য সর্বোচ্চ ০.০১ টাকা ধার্য করা হলো।

১৫. আগামী তিন মাসের পর থেকে ক্রমিক ১৩-এর উল্লিখিত হারে গ্রাহকদের কাছ থেকে মাসিক সর্বোচ্চ ২০০ টাকার বেশি কাটা যাবে না।

১৬. থ্রিজি সার্ভিসের ক্ষেত্রে কোনো গ্রাহক যে প্যাকেজ Opt-in করবে তার কমপক্ষে ৭০ শতাংশ গতি না পেলে সংশ্লিষ্ট অপারেটরকে তা অভিযোগ আকারে গ্রহণ করতে হবে এবং গ্রাহকের প্রাপ্য গতি নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. থ্রিজি সার্ভিসের ডাটা স্পিড পরিমাপের ক্ষেত্রে বহিঃবাংলাদেশে অবস্থিত প্রথম ইন্টারনেট সংযোগ বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া গ্রাহকেরা যেনো তাদের ব্যবহৃত ইন্টারনেট সেবার বিভিন্ন প্যারামিটার প্রকৃত সময়ে গণনা/প্রত্যক্ষ করতে পারেন, সে জন্য সংশ্লিষ্ট অপারেটর প্রয়োজনীয় টুলগুলো তার সাইটে রাখার ব্যবস্থা নেবে।

১৮. যেকোনো সার্ভিসের ক্ষেত্রে মাসিক অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাবস্ক্রিপশন ফি কেটে নেয়ার আগে ও পরে দুইবার নোটিফিকেশন এসএমএস দিতে হবে। প্রতিটি এসএমএসে Opt-out/ডি-রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি উল্লেখ থাকতে হবে। যেদিন সাবস্ক্রিপশন কেটে নেয়া হবে তার ২৪ ঘণ্টা বা একদিন আগে প্রথম নোটিফিকেশন দিতে হবে। সাবস্ক্রিপশন ফি কেটে নেয়ার পর কেটে নেয়া হয়েছে অথবা পর্যাপ্ত ব্যাল্যান্স না থাকায় সার্ভিসটি ডি-অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে এ মর্মে দ্বিতীয় নোটিফিকেশন দিতে হবে।

১৯. ডাটা সার্ভিসের ক্ষেত্রে কমিশনের বিভিন্ন সময়ে জারি করা নির্দেশনা/আদেশ ইত্যাদি থ্রিজি সার্ভিসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

২০. যেকোনো সময় এ সার্ভিস ও ট্যারিফ অনুমোদন, বাতিল বা পরিবর্তনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

এয়ারটেলের থ্রিজি প্যাকেজ : টুজির দামে থ্রিজি প্যাকেজের ঘোষণা দেয়া এয়ারটেলের রয়েছে সেকেন্ডে ১ মেগাবাইট গতির সাতটি আলাদা প্যাকেজ। সময়ভিত্তিক প্যাকেজের মধ্যে তিন দিনের মধ্যে ১৫ এমবি ডাটা ব্যবহারে গ্রাহককে গুনতে হচ্ছে ১৫ টাকা। সাত দিনের প্যাকেজে ৩০ এমবির জন্য ৩০ টাকা, ৫০ এমবির জন্য ৫০ ও ২৫০ এমবির দাম ১০০ টাকা। এ ছাড়া ১৫ দিনের প্যাকেজে ৫০০ এমবি ডাটা ব্যবহারের দাম ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর ৩০ দিন মেয়াদি প্যাকে ১ জিবির দাম ৩৫০ ও সর্বোচ্চ ৫ জিবি ডাটা প্যাকেজ ব্যবহারের জন্য গ্রাহককে ভ্যাট ছাড়াই পরিশোধ করতে হচ্ছে ৯৫০ টাকা। আরও জানতে ভিজিট করুন http://www.bd.airtel.com/commonpage.php?cat_id=162 ঠিকানায়।

টেলিটকের থ্রিজি প্যাকেজ : বেসরকারি সেলফোন অপারেটরদের থ্রিজি সেবা চালুর সাথে সাথে নিজেদের থ্রিজি প্যাকেজে ব্যাপক রদবদল ঘটিয়ে বৈচিত্র্য এনেছে রাষ্ট্রীয় সেলফোন অপারেটর টেলিটক। রেকর্ড পরিমাণ ২৩টি প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়েছে টেলিটক থ্রিজি সেবা। পাঁচটি ভিন্ন গতির ভিত্তিতে প্রণীত টেলিটক থ্রিজি প্যাকেজের মধ্যে সেকেন্ডে সর্বোচ্চ ডাটা স্থানান্তর গতি ৪ মেগাবাইট। ৬৫০ টাকা দামের এ প্যাকেজের ডাটা ব্যবহারসীমা ২০ জিবি। সর্বনিম্ন সেকেন্ড ২৫৬ কিলোবাইট গতির তিনদিন মেয়াদি প্যাকেজে ৪০ এমবি ডাটা ব্যবহারের দাম ধরা হয়েছে ২৫ টাকা। একই গতির ৫০০ এমবি ব্যবহারে ৩০ দিনে গুনতে হচ্ছে ২০০ টাকা। আরও জানতে ভিজিট করুন teletalk.com.bd/services/3g_service.php ঠিকানায়।

সবার শীর্ষে দেশীয় থ্রিজি প্যাক : থ্রিজি নেটওয়ার্কের মতোই প্যাকেজমূল্যে এগিয়ে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান টেলিটক। অনুসন্ধানে দেখা গেছে। টেলিটক তার প্রচারে থ্রিজি প্যাকেজে যে গতির উল্লেখ করা হয়েছে, তা সর্বনিম্ন গতি। আর বেসরকারি অপারেটরেরা এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গতির কথা উল্লেখ করে প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে সাত বিভাগীয় শহরসহ দেশের ১৮টি জেলায় থ্রিজি সেবা চালু করেছে টেলিটক। থ্রিজি নেটওয়ার্ক বিস্তৃতিতে বেসরকারি অপারেটরদের সাথে কাজ করছে হুয়াওয়ে ও এরিকসন। এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, থ্রিজি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে সমানতালে এগিয়ে গেছে গ্রামীণফোন ও রবি। বেসরকারি অপারেটরদের মধ্যে সবচেয়ে কম দামে থ্রিজি নেটওয়ার্ক সেবা দিচ্ছে রবি আজিয়াটা। ৩.৫জি প্রযুক্তিসেবা নিয়ে ভ্যাটসহ ৭৪৮ টাকার বিনিময়ে ৬ জিবি ডাটা ব্যবহার করতে পারছেন রবির থ্রিজি গ্রাহকেরা।

প্রতিবেশী দেশে থ্রিজির দাম

সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে পাকিস্তান ছাড়া বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান,

সবার আগে অনেক জেলা শহরে থ্রিজি সেবা চালু করেছি

মো: মুজিবুর রহমান, *ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক*

বাংলাদেশে আমরাই প্রথম থ্রিজি সেবা চালু করেছি। এ সেবা চালু করার আগে আমাদের ১৪ থেকে ১৫ লাখ গ্রাহক ছিল, এখন ২০ লাখ হয়ে গেছে। আশা করছি ডিসেম্বর নাগাদ ২৫ লাখ হবে। বর্তমানে ৫ লাখের মতো থ্রিজি গ্রাহক রয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি বলা যায় ২৫ শতাংশ। এটা ভারতের চেয়েও অনেক ভালো প্রবৃদ্ধি। আমরা চাই থ্রিজি নিয়ে প্রতিযোগিতা হোক। তাহলে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে আরও ভালো সেবা দিতে পারব।

আমরা দ্রুত সারাদেশে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করছি। সবার আগে আমরা অনেক জেলা শহরেও থ্রিজি সেবা চালু করতে পেরেছি। আগে আমাদের বিটিএসের সংখ্যা অনেক কম ছিল। এখন আমরা বিটিএস প্রতিদিন বাড়াচ্ছি। আগে যেখানে আমাদের বিটিএস ছিল মাত্র ৬৩০টি, এখন তিন হাজার বিটিএস যুক্ত হয়েছে টেলিটকের নেটওয়ার্কে। আরও এক থেকে দেড় হাজার বিটিএস যোগ হবে। আগে যেখানে আমাদের সুইচিং ক্যাপাসিটি ছিল মাত্র আড়াই লাখ, এখন তা প্রায় এক কোটি। আমাদের সব লিঙ্ক আমরা আপগ্রেড করেছি। প্রিপেইড ও পোস্টপেইডে এখন আমরা কম্বাইন্ড বিলিং সিস্টেম চালু করেছি, যার ফলে আমরা একই ধরনের সেবা প্রিপেইড ও পোস্টপেইডে দিতে পারব, যা অন্য অপারেটরদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের ভয়েস কোয়ালিটি ল্যান্ডফোনের কাছাকাছি চলে এসেছে, যা অন্য অপারেটরেরা এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি। আমরা আখচাষিদের জন্য ই-পুর্জি সেবা চালু করেছি। এখন এরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না। ৬১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়া টেলিটকে সম্পন্ন হচ্ছে। ফলে শত শত টন কাগজ, যাতায়াত খরচ সাশ্রয় হচ্ছে ও মানুষের সময় বাঁচছে। আরইবি'র বিলও টেলিটকের মাধ্যমে জমা দেয়া হচ্ছে। ৭০টি সমিতির মাধ্যমে প্রায় ১ কোটি গ্রাহক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারছেন। আমাদের ইকোসিস্টেমের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছিল, তা কিছুটা হলেও টেলিটক রক্ষা করছে। ছোট একটি কোম্পানি হলেও লাখ লাখ শিক্ষার্থীকে এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার ফল সরবরাহ করছে, এটাও কম কথা নয়। উপজেলা তথ্য বাতায়নেও টেলিটক স্বল্পমূল্যে সেবা দিয়ে আসছে। থ্রিজির মাধ্যমে মোবাইল অ্যাডভার্টাইজিং শুরু করবে টেলিটক। ছোট উদ্যোক্তারা নিজ নিজ পণ্য ও সেবার প্রচার কম খরচে করতে পারবেন। এভাবে থ্রিজি প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা মানুষের মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য দূর করব।

থ্রিজি উদ্ভাবনী আইসিটি ব্যবস্থায় গতিশীলতা ও উৎপাদনের ওপর প্রভাব ফেলবে

সিগভে বেক্কি, *এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, টেলিনর গ্রুপ ও চেয়ারপার্সন, গ্রামীণফোন বোর্ড অব ডিরেক্টরস*

গত ৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে থ্রিজি নিলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্যে থ্রিজি ইন্টারনেট যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ আরও একধাপ এগিয়ে গেল। আজ বাংলাদেশের ১১ কোটি মানুষ মোবাইল সুবিধা পাচ্ছে। ফেসবুক ব্যবহার ও ইন্টারনেটের ট্র্যাফিক বাড়ার দিক থেকে ঢাকা দ্রুত ক্রমবর্ধমান শহরগুলোর একটি। গত বছর গ্রামীণফোনের ডাটা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬০ শতাংশ বেড়েছে এবং এটা এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল রয়েছে। মোবাইল ব্রডব্যান্ডের জন্য আমরা এখন প্রস্তুত। বাংলাদেশে সব মোবাইল অপারেটর থ্রিজি সেবা দেয়ার সুযোগ পেয়েছে। এতে গ্রাহকেরা সুস্থ প্রতিযোগিতা দেখতে পাবেন এবং সহনশীল দামে উন্নততর ইন্টারনেট সংযোগ পাবেন। কম দামে ভালো সেবা পেলে নিশ্চয় এখানে আরও অনেক মানুষ এ যোগাযোগ মাধ্যমে যুক্ত হবেন। বিশ্বের থ্রিজি বিশেষজ্ঞদের একটি বড় অংশ এ মুহূর্তে বাংলাদেশে অবস্থান করছে। গ্রামীণফোনের মূল কোম্পানি টেলিনরের অনেক দেশে থ্রিজি সেবা পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। গ্রামীণফোনের বেশ কিছু কর্মকর্তা নরওয়ে, সুইডেনে গিয়ে থ্রিজি বিষয়ে হাতেকলমে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন। এরা এখন থ্রিজি সেবা দিতে কাজ করছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের থ্রিজি সেবা বিশ্বমানের হবে। গ্রামীণফোন আধুনিক টেলিকম নেটওয়ার্কে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে। উচ্চগতির থ্রিজি ডাটা সার্ভিস দিতে আমরা এখন প্রস্তুত। ইতোমধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রামে আমাদের থ্রিজি চালু হয়েছে। ব্যক্তিবিশেষ ও গ্রামীণ সমাজ এ সুবিধা নিয়ে যেমন উপকৃত হবে, তেমনি ছোট-বড় ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলোও উপকৃত হবে। উন্নততর যোগাযোগ, আরও শক্তিশালী, উদ্ভাবনী আইসিটি ব্যবস্থা আমাদের গতিশীলতা এবং উৎপাদনের ওপর প্রভাব ফেলবে।

প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন প্যাকেজ নিয়েই হাজির হচ্ছে রবি

মাইকেল ক্যুনার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী, রবি

আমরা শুধু ইন্টারনেটের উচ্চগতিই দিতে চাই না, সাথে আমাদের প্রধান লক্ষ্য মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করা। আর তাই গ্রাহকদের দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবার অভিজ্ঞতা দিতে ৩.৫জি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে রবি। প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ডাটাভিত্তিক সেবার গ্রাহকদের থ্রিজি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া রবির থ্রিজি সেবা গ্রহণে অন্যরাও আকৃষ্ট হবে বলে আশা করছি। প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন প্যাকেজ নিয়েই হাজির হচ্ছে রবি। উন্নত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দ্রুতগতির ডাটা দেয়া-নেয়ার সেবা পাবেন গ্রাহকেরা। থ্রিজি প্যাকেজে বিদ্যমান গ্রাহকদের থ্রিজি সেবার আওতায় আনার পাশাপাশি নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে উদ্যোগ নেবে রবি। বাংলাদেশে ডাটাভিত্তিক সেবার গ্রাহক বাড়ছে। গত কয়েক বছরে এটি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এ ধরনের সেবার চাহিদা রয়েছে বাংলাদেশে। তবে গ্রাহকদের এ সেবা সম্পর্কে আগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে হবে। গ্রাহকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। থ্রিজি সেবাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে এ কার্যক্রম চালু করবে রবি। এছাড়া একই লক্ষ্যে রোড শোসহ অন্যান্য কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে থ্রিজি ও এলটিই (লং টার্ম ইভ্যালুশন) সেবা দেয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে আজিয়াটার। বাংলাদেশে থ্রিজি সেবাদানের ক্ষেত্রে মূল প্রতিষ্ঠান আজিয়াটার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগাবে রবি। ফলে দ্রুততার সাথে দেশব্যাপী থ্রিজি সেবা চালু ও এর মাধ্যমে গ্রাহকদের মানসম্মত সেবাদানের বিষয়টি নিশ্চিত হবে।

নেপাল ও ভুটানে তৃতীয় প্রজন্মের সেলফোন নেটওয়ার্ক চালু আছে। এ সেবা পাচ্ছেন পর্যবেক্ষক আফগানিস্তান ও চীনের সেলফোন ব্যবহারকারীরাও। এশিয়ার মধ্যে সার্কভুক্ত দেশ হিসেবে নেপালে প্রথম থ্রিজি নেটওয়ার্ক সেবা চালু হয় ২০০৭ সালে। এর পরের বছর ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে ভারতে শুরু হয় থ্রিজি নেটওয়ার্কের যাত্রা। গিরিকন্যা নেপালের থ্রিজি সেবার গতি ১৪.৪ এমবিপিএস। সেখানে ৩০ দিন মেয়াদে সর্বোচ্চ ১০ জিবি প্যাকেজের দাম ২ হাজার ৫০০ টাকা। আর একই গতিতে একদিন মেয়াদি সর্বনিম্ন ৩ এমবির দাম বাংলাদেশি টাকায় ৫ টাকা। অন্যদিকে ভারতে থ্রিজি সেবার গতি ৩.৬ এমবিপিএস। এখানে ৩০ দিন মেয়াদে সর্বোচ্চ ১ হাজার ২৫৯ টাকায় দেয়া হয় ১০ জিবি প্যাকেজ সুবিধা। আর সর্বনিম্ন তিন দিন মেয়াদে ২০ টাকায় দেয়া হচ্ছে ১০ মেগাবাইট ডাটা সুবিধা। একইভাবে শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশী ৮৮৮ টাকায় ১২ জিবি ও সর্বনিম্ন একদিনে ৫৫ এমবি ১৪ টাকায়। আর গতি ১৪.৪ এমবিপিএস। অপরদিকে ভুটানে থ্রিজির গতি ২১.১ এমবিপিএস। এখানে ৩০ দিন মেয়াদে সর্বোচ্চ ৫ জিবি ডাটার দাম ১ হাজার ২৩৬ ও ৩৩৩ মেগার দাম ৪১২ টাকা।

ভারত ও শ্রীলঙ্কায় থ্রিজির দাম : বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতে ২০১০ সালে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান টাটা ডোকোমো থ্রিজি সেবা চালু করে। অবশ্য তার আগেই সরকারি প্রতিষ্ঠান বিএসএনএল থ্রিজির যাত্রা শুরু করে ভারতে। প্রথমদিকে উচ্চমূল্যে থ্রিজি সেবা দেয়া হলেও সম্প্রতি তা কমে আসছে। উচ্চমূল্য আর সেবার মান খারাপ হওয়ায় ভোক্তাদের মধ্যে তেমন সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়নি মোবাইল অপারেটরেরা। দেশটির ৮৫০ মিলিয়ন মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ থ্রিজি ব্যবহার করছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমানে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় এয়ারটেল, এয়ারসেল, রিলায়েন্স, টাটা ডোকোমো, বিএসএনএল, আইডিয়া, এটিসালাত, হাচসহ বেশ কয়েকটি মোবাইল অপারেটর গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজে থ্রিজি প্রযুক্তির ইন্টারনেট সেবা দিয়ে থাকে। তবে সম্প্রতি রিলায়েন্স, এয়ারটেল, ভোডাফোন ও আইডিয়া থ্রিজির দাম ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়েছে। ফলে আগের থেকে থ্রিজি সেবার গ্রাহক বাড়ছে। নিচে ভারতের কয়েকটি থ্রিজি প্যাকেজের দামের তথ্য জানানো হলো :

রিলায়েন্স থ্রিজি ডাটার দাম টুজির চেয়ে কম : থ্রিজি সেবার দাম টুজি অপেক্ষা কম রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের মোবাইল পরিষ্ঠান রিলায়েন্স কমিউনিকেশন্স। গত জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতী এয়ারটেল, ভোডাফোন ও আইডিয়া সেলুলার অপেক্ষা থ্রিজি ডাটার দাম প্রায় ৫০ শতাংশ কমিয়েছে। গত জুলাই মাস থেকে ব্যবহারকারীদের জন্য ১ গিগাবাইট ডাটার দাম ১২৩ রুপি, ২ গিগার দাম ২৪৬ রুপি ও ৩ গিগার দাম হয়েছে ৪৯২ রুপি। বর্তমানে টুজি ১ গিগাবাইটের দাম ১২৫ রুপি। কলকাতা, ▸

দক্ষিণ এশিয়ায় থ্রিজি সেবাদাতা হিসেবে আমরা বেশ অভিজ্ঞ

ক্রিস টবিট, *ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী, এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড*

থ্রিজি নেটওয়ার্ক পরিচালনার জন্য এয়ারটেল বাংলাদেশের জন্য ৫ মেগাহার্টজ স্পেকট্রামই যথেষ্ট। ভারতের দিল্লি, মুম্বাই ও ব্যাঙ্গালোরের মতো বড় শহরসহ সব বড় নেটওয়ার্ক ৫ মেগাহার্টজ স্পেকট্রামে পরিচালিত হয়। এ স্পেকট্রামের আওতায় আমাদের প্রায় ৮০ লাখ গ্রাহক রয়েছেন। এ ক্ষেত্রে গ্রাহকপ্রতি মেগাহার্টজ হিসেবে এয়ারটেলের অনুপাত সবচেয়ে ভালো। মানসম্মত থ্রিজি সেবা দেয়ার জন্য এ ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ায় থ্রিজি সেবাদাতা হিসেবে আমরা বেশ অভিজ্ঞ। যে ২০টি দেশে আমরা কার্যক্রম পরিচালনা করি, তার মধ্যে ১৬টি দেশেই আমরা থ্রিজি সেবা দিই। বাংলাদেশ হলো ১৭তম দেশ। অভিনব পণ্য ও সর্বোচ্চ মানের থ্রিজি সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের ভয়েস এবং ডাটা ব্যবহার অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। গ্রাহকদের জন্য সর্বোন্নত মানের সেবা দান করে আমরা গর্বিত। আমাদের গ্লোবাল পোর্টফোলিওর বিশ্বমানের সেবার সাহায্যে সবচেয়ে ভালো থ্রিজি সেবা দেয়ার লক্ষ্যে আমরা সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। ভারত ও বাংলাদেশের বাজারের অনেক পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। আর এজন্য সেবাগুলো চালু করা তুলনামূলকভাবে সহজ হবে। আর যেহেতু থ্রিজি বাংলাদেশে একটু দেরি করে চালু করা হয়েছে, সেহেতু বিশ্বব্যাপী গ্রাহকেরা এখন যে সেবাগুলো ব্যবহার করে অভ্যস্ত সে সেবাগুলো বাংলাদেশের থ্রিজি গ্রাহকেরা শুরু থেকেই উপভোগ করতে পারবেন। তবে বাংলাদেশের গ্রাহকেরা আমাদের গ্লোবাল পোর্টফোলিওর বিশ্বমানের থ্রিজি সেবা উপভোগ করতে পারবেন। বাংলাদেশে থ্রিজি ভালোভাবে চালু হলে তুলনামূলকভাবে ডাটা ট্রাফিক অনেক বেড়ে যাবে। এটা শুধু গ্রাহকদের জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রেই নয় বরং বিনোদন, তথ্যভিত্তিক বিনোদন, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রেও। এটি ডিজিটাল বিভাজন কমিয়ে বাংলাদেশকে পুরো বিশ্বের সাথে আরও বেশি সংযুক্ত করবে। থ্রিজি সেবা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন যথাযথ তৎসম্পর্কিত শিক্ষা, যোগাযোগ ও সচেতনতা। দায়িত্বশীল অপারেটর হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে বিভিন্ন থ্রিজি ক্যারিয়ার ও ডিভাইসের পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের গ্রাহকদেরকে অবহিত করা। সেবা প্যাকেজের দাম সম্পর্কে স্বচ্ছতা প্রয়োজন, কেননা আমরা চাই গ্রাহকেরা ডাটা ব্যবহার ও থ্রিজির সাথে সম্পর্কিত খরচের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত থাককু। গ্রাহকদেরকে থ্রিজি সম্পর্কিত বিভিন্ন সহায়তা করতে দেশব্যাপী আমাদের সার্ভিস এজেন্টদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, মুম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশসহ ১৩টি সার্কেলে থ্রিজি পরিসেবা দেয় রিলায়েন্স। নতুন ট্যারিফটি সব ধরনের গ্রাহকের জন্য কার্যকর বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী গুরদ্বীপ সিং বলেন, আমরা ডাটা ব্যবহারের সুনামি চাই। আমরা ব্যবহারকারীকে ধীরগতি আর উচ্চমূল্য থেকে মুক্তি দিতে চাই।

ভারতে রিলায়েন্স থ্রিজির দাম : ভারতের আরেকটি জনপ্রিয় মোবাইল অপারেটর রিলায়েন্স ১২ টাকায় ১ দিন মেয়াদে ৩০ এমবি, ৫৬ টাকায় ৭ দিন মেয়াদে ১৫০ এমবি, ৩০৮ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে ১ জিবি (সাথে ১৫০ টাকার টকটাইম), ৫৬০ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে ২ জিবি (সাথে ৩০০ টাকার টকটাইম), ৮১২ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে ৩ জিবি, ১৮৭৫ টাকায় ৯০ দিন মেয়াদে ১২ জিবি ও ৩৭৫০ টাকায় ১৮০ দিন মেয়াদে ৩০ জিবি পর্যন্ত ইন্টারনেট সেবা দিয়ে থাকে।

ভারতে এয়ারটেল থ্রিজির দাম : ভারতের বাজারে জনপ্রিয় মোবাইল অপারেটর এয়ারটেল ৬১ টাকায় ৫ দিন মেয়াদে ১৫০ এমবি, ১২৩ টাকায় ২৮ দিন মেয়াদে ৩০০ এমবি, ৩১৯ টাকায় ২৮ দিন মেয়াদে ১ জিবি, ৫৬৮ টাকায় ২৮ দিন মেয়াদে ২ জিবি, ৯৪৩ টাকায় ২৮ দিন মেয়াদে ৪ জিবি ও ১৯৪৩ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে ২৪ জিবি পর্যন্ত থ্রিজি প্রযুক্তির ইন্টারনেট সেবা দিয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিংবা উৎসবের সময় গ্রাহকদের জন্য নানা ধরনের প্যাকেজ দিয়ে থাকে কোম্পানিটি।

অন্যরাও থ্রিজির দাম কমিয়েছে : ভোডাফোন, এয়ারটেল ও আইডিয়া গত জুন মাসে ইন্টারনেট ডাটা প্ল্যানের দাম কমালেও সেটি ছিল প্যাকেজ শেষে অতিরিক্ত ব্যবহারের ট্যারিফ। এ সময় ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম মোবাইল অপারেটর রিলায়েন্স কোনো ঘোষণা দেয়নি। বর্তমানে ভোডাফোন ১ গিগাবাইট প্যাকেজের জন্য ২৫০ রুপি চার্জ করে। আইডিয়া ও ভারতীর প্যাকেজ দাম একই ধরনের। সেখানে রিলায়েন্স দিচ্ছে ১২৫ রুপিতে।

শ্রীলঙ্কায় এটিসালাতের থ্রিজির দাম : শ্রীলঙ্কার মোবাইল অপারেটর এটিসালাত ২৮ টাকায় ৭ দিন মেয়াদে ১৬০ এমবি, ৫৮ টাকায় ১৪ দিন মেয়াদে ৩৮০ এমবি, ১৭৬ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে ১১শ' এমবি, ২৬৫ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে ২ জিবি, ৩২৪ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে ৩ জিবি, ৮৮৫ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে ১২ জিবি পর্যন্ত সেবা দিয়ে থাকে।

শ্রীলঙ্কায় হাচের থ্রিজির দাম : শ্রীলঙ্কার অপর মোবাইল অপারেটর হাচ ১.৭৭ টাকায় ১ দিন মেয়াদে ১২ এমবি, ৮ টাকায় ১ দিন মেয়াদে ৫৫ এমবি, ২৩ টাকায় ৭ দিন মেয়াদে ২২০ এমবি, ৫২ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে ৩৩০ এমবি, ১১৬ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে ১ জিবি, ৪৬৬ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে ২ জিবি, ৭০০ টাকায় ৩০ দিন মেয়াদে ৫ জিবি পর্যন্ত সেবা দিয়ে থাকে কজ

সূত্র : দৈনিক যুগান্তর, দৈনিক সমকাল, দৈনিক অর্থনীতি প্রতিদিন, প্রিয় ডটকম।

ফিডব্যাক : *mmrsohelbd@gmail.com*

থ্রিজি সেবার সাশ্রয়ী দাম ও স্থানীয় কনটেন্ট প্রয়োজন

আমিনুর রশিদ, *চেয়ারম্যান, সিম্ফনি*

থ্রিজিকে জনপ্রিয় করতে এ সেবার সাশ্রয়ী দামের পাশাপাশি স্থানীয় কনটেন্ট তৈরিতে ব্যাপক প্রস্তুতি দরকার। এ বছর প্রায় দুই কোটি মোবাইল হ্যান্ডসেট আমদানি হবে, যার গড় বাজার দাম প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা। তবে থ্রিজি নিলামের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় দেশে স্মার্টফোনের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। থ্রিজি চালুর কারণে দেশে প্রচুর স্মার্টফোনের প্রয়োজন হবে। তবে থ্রিজি আসার আগেই স্মার্টফোন মার্কেটের প্রবৃদ্ধি শুরু হয়েছে। চলতি মাসে সিম্ফনির এক লাখ স্মার্টফোন বিক্রি হয়েছে। গত বছর যার পরিমাণ ছিল মাত্র চার হাজার। ডিভাইস মার্কেটের প্রবৃদ্ধি এখনও অনেক বাকি। দেশে মোবাইল ব্যবহারকারী ১০ কোটি বলা হলেও প্রকৃত মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা পাঁচ-ছয় কোটির বেশি হবে না। দেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হচ্ছে; কিন্তু প্যানিট্রেশন কম হচ্ছে। এর চেয়ে ভালো মার্কেট আর হয় না। এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে আগামী পাঁচ বছর একনাগাড়ে মোবাইল ডিভাইস মার্কেটে প্রবৃদ্ধি হতেই থাকবে। স্মার্টফোনের বাজারে সিম্ফনির মার্কেট শেয়ার ৬৫ শতাংশ। স্মার্টফোনের প্রবৃদ্ধি শুধু থ্রিজিতেই নয়, টুজিকে কেন্দ্র করেও হয়েছে। থ্রিজি সেবার মান ও দাম যাই হোক, এটা স্মার্টফোনের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে। আর এ ক্ষেত্রে সিম্ফনি এগিয়ে থাকবে। ফিচার ও স্মার্টফোন উভয় ক্যাটাগরিতেই সিম্ফনির মার্কেট শেয়ার প্রায় ৪৫ শতাংশ। এ বছরের শুরুতে ১৩ থেকে ১৪ লাখ মোবাইল ফোন আমদানি হতো, যা এখন ১৮ লাখে পৌঁছেছে। আমরা প্রতিনিয়তই নতুন নতুন পণ্য নিয়ে আসছি। কোয়ালিটি, ডিজাইন, স্পিড, ডিউরেবিলিটি, ক্যামেরা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা যেকোনো গ্লোবাল ব্র্যান্ডের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম।

থ্রিজির প্রস্তুতি ও নেটওয়ার্ক স্থাপন নিয়ে কাজ করছি

মো: যুবাইর আহমেদ, *পরিচালক, বেস টেকনোলজিস*

একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের দেশের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। আমার মতে, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে থ্রিজির অবস্থান তৈরি করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর থ্রিজি সেবা দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অপারেটরদের এখনই আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ দামের প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে।

থ্রিজি সারাদেশে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করাটাই প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করবে। সব ব্যবসায় ক্ষেত্রেই যা বিনিয়োগ করা হয়, তাই ফেরত পাওয়ার আশা করা হয়। তাই সব অপারেটরের থ্রিজি নেটওয়ার্ক স্থাপন পরিকল্পনাটি নিশ্চিত করার ব্যাপারটি বলা আমার পক্ষে কঠিন। আমার মতে, থ্রিজি সেবা দেশের প্রধান শহরগুলোতে প্রাথমিক অবস্থায় দেয়া উচিত। এছাড়া এর সাফল্য ও চাহিদার ওপর ভিত্তি করে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে থ্রিজি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা উচিত।

এখন বাংলাদেশে থ্রিজির ভবিষ্যৎ অপারেটরদের ওপর নির্ভর করে। বিটিআরসি থেকে সম্ভাব্য যা যা অনুমোদন দেয়া দরকার, তার সব কিছুই দেয়া হয়েছে। এমনকি থ্রিজির সাথে ফোরজি সেবারও অনুমোদন পেয়েছে অপারেটরেরা। এখন এরাই নির্ধারণ করবে গ্রাহকদের কী পরিমাণ সেবা কোন প্রক্রিয়ায় দেবে। সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়লে থ্রিজির সুন্দর ভবিষ্যৎ ও গুণগত মান বাড়বে।

সলিউশন ইন্টিগ্রেটর হিসেবে অপারেটরদের থ্রিজির প্রস্তুতি ও নেটওয়ার্ক স্থাপন নিয়ে আমরা কাজ করছি। যেহেতু অপারেটরেরা থ্রিজির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাই মোবাইল ব্যাকহোলের উন্নয়ন যেকোনো সময়ের চেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। সে ক্ষেত্রে আমরা ব্যাকহোল সলিউশন নিয়ে কাজ করছি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, নেটওয়ার্কে সময়ের সমন্বয় করা। আমরা সুইস কোম্পানি ওসিলোকোয়ার্টজের সহযোগিতায় অপারেটরদেরকে 'সময়ের সমন্বয়' সুবিধা দানে প্রস্তাব দিচ্ছি। ক্রমবর্ধমান ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার পরিচালন ও গ্রাহকদের বর্ধিত ইন্টারনেট ব্যবহারের কথা চিন্তা করে আমরা একটি শীর্ষ টেলিকম অপারেটরকে এলটি'র ব্যান্ডউইডথ পরিচালনার সমাধান করছি। আমরা আরও একটি ট্রান্সমিশন সেবাদানকারীর সাথে সিসকোর একটি শক্তিশালী সমাধান নিয়ে তাদের থ্রিজি নেটওয়ার্কের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিশন সুবিধা দিচ্ছি। আমরা মোবাইল অপারেটরদের ক্রেতা সহায়ক মোবাইল ইন্টারনেট সুবিধা দেয়ার জন্য শক্তিশালী থ্রিজি সহায়ক ইউএসবি ডঙ্গল ও মাইফাই রাউটার প্রদান করছি।